অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। মামা-র দেশের গল্প ।।

সবে দেশ থেকে ফিরেছি। বাংলা মেলার সংকলণের জন্য লেখার একটি অনুরোধ। শত অনুরোধেও অনুরোধটি আর ফিরিয়ে দিতে পারিনি। শেষ মূহুর্তে তাই লিখতে বসেছি। ভাবলাম দেশ থেকে সদ্য ফেরত তাই দেশের অভিজ্ঞতা থেকেই কিছু লিখি। উলওয়ার্থের 'ফ্রেশ ফুড' জাতীয় কিছু একটা হবে। তো সেই মামার দেশের কথাই তবে বলি্।

অনেক অনেক দিন আগের কথা। ষাট দশকের গোড়ার দিক্কার কথা। সে সময়ের কচিকাঁচারা নার্সারীতে যে বই পড়তো তার ছবিগুলোর মধ্যে একটিতে ছিলো - একজন বয়স্ক মানুষ খেজুর গাছে উঠে রসের ঠিলা লাগাচ্ছেন আর গাছের নিচে ছোট্ট একটি শিশু দাঁড়িয়ে। ওদের দুজনার কথপোকথন অনেকটা ছড়ার আকারে এমন ছিল:

ও মিয়া কি কর
গাছ কাটি
কি গাছ
খেজুর গাছ
রস কি কর
গুড় করি
গুড় কি কর
বাজারে বেচি.. .. ..

(এর পরের টুকু আজ আর আমার মনে নেই)

তখন বয়স কম হলেও মনে প্রায়শঃই খটকা লাগতো - আমরা কেন ছোট বেলা থেকেই আমাদের কমলমতি শিশুদের অশোভন কথাবার্তা বলতে উদ্বুদ্ধ করি? কেন অতটুকুন শিশু তার বাবা-চাচার বয়সী একজন অচেনা মানুষকে সম্বোধন করবে 'ও মিয়া' বলে। কেন তুই তুমি করে কথা বলবে? আমরা তা'হলে কি শেখাচ্ছি ওদের?

এর আগে একবার দেশে গিয়ে লক্ষ্য করলাম বয়েসে ছোট অচেনা শিশু কিশোররা অচেনা বড়দের 'আংকেল' ডাকছে। কাঁচা বাজার থেকে শুরু করে শপিং সেন্টার রাস্তা ঘাট - সব খানেই। ভাল লেগেছে। তবে কষ্টটা হলো ইংরেজীতে আংকেলই ডাকতে হবে? অবশ্য এর একটা সুবিধা আছে তা হলো - আংকেল বললে আপনি চাচা মামা খালু জ্যাঠা কাকু ফুপা যা

খুশি একটা পছন্দমত পদবী ধরে নিতে পারবেন। মজাটা হচ্ছে 'আংকেল' ইংরেজী শব্দ হলেও ইংরেজী ভাষাভাষি কেউ কিন্তু আংকেল বলে কাওকে সম্বোধন করে না। ওরা সবাই নাম ধরেই ডাকে। তাই না? আংকেল শব্দটা ওদের না হয়ে শেষাবধি আমাদেরই রয়ে গেল। কিন্ত এবার দেশে গিয়ে দেখি কেউ আর তেমন আংকেল ডাকে না। সবাই 'মামা' ডাকে। বাজারে যাবেন হয়তো দেখবেন ক্রেতা বলছে - এ মামা এ বেগুন কত? বিক্রেতা বলছে বেগুনের দাম আইজ একটু বাড়তি মামা। কয় কেজি নিবেন মামা .. .. । আবার হয়তো শুনবেনে রিক্সাআলাকে কেউ বলছে - এ মামা যাবা নাকি?

বিপদ-আপদ তাড়াহুড়ো অথবা কোন সুবিধা নেবার সময়ও মামা ডাকটা খুব চলে। কাজে দেয়। সেদিন নিকট আত্মীয়র গাড়ীতে যাচ্ছি। আত্মীয়টি নিজেই তাঁর গাড়ী চালাচ্ছিলেন। মহাজোটের সরকারের মহাজামে থেমে আছি। তা প্রায় মিনিট ৩০-৪০ হবে। চালক আত্মীয় আর ধৈর্য্য রাখতে পারলেন না। গাড়ীর কাঁচ নামিয়ে পাশের দুই রিক্সাআলাকে বললেন - এ মামা একটু জায়গা কইরা দাও না মামা। খুব জরুরী কাজ। খ্যাঁক করে উঠলো রিক্সাআলা - আরে মামা শরীলডা ঘুরানের জায়গা নাই আর আপনে কন গাড়ী ঘুরাইতে। দাও না মামা একটু কষ্ট কর না মামা। রিক্সাআলা বক বক করতে করতে আরো দু'একজন রিক্সাআলাকে আমার আত্মীয়র হয়ে অনুরোধ করে একটু জায়গা ঠিকই করে দিলেন। দেখলাম মামা ডাকলে অসাধ্যও অনেক সময় সাধন হয়ে যায়। সত্যি - মামার দেশের মানুষেরা এখনো শত দুঃখ কষ্টে হাসতে জানে। পারলে নিজের সমস্যাকে জিইয়ে রেখে অপরের সমস্যা সমাধানের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।

মহাজামের কথা বলছিলাম। মামার দেশে এমন জাম আগে কখনো দেখিনি। তাই মহাজাম। সব কিছুরই এখন 'মহা' পাওয়া যায়। যেমন - মহাজোট মহাজাম মহাচোর মহাটাউট মহা মশা ইত্যাদি। মহাজাম এখন দেশের এক মহা সমস্যা। যাঁরা গত দু তিন বছরের মধ্যে দেশে যাননি তাঁরা বুঝতেই পারবেন না আমি কোন বিষয়ে কথা বলছি। বিভিন্ন জনের কাছে মহাজামের কারণ জিজ্ঞেস করে যে উত্তরগুলো পেয়েছি তার সার সংক্ষেপ নিচে তুলে দিলাম তবে এর সবগুলোর সাথে আমি একমত নই - আবার উত্তরগুলো কেউ কেউ রসিকতা করেও বলেছেন।

১. পলিউশন ঠেকাতে অধিকাংশ গাড়ী সিএনজি (কমপ্রেস্ড ন্যাচারাল গ্যাস) সিস্টেমে করা হয়েছে। সিএনজি পেট্রোলের চেয়ে সস্তা বিধায় মানুষ গাড়ী ব্যবহারে এখন অধিক উদার। যার হাতেই একটু পয়সা হয়েছে সেই-ই গাড়ী কিনেছে। ওদিকে গাড়ীর সিএনজি-র মহা চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাসাবাড়ীর রান্নার গ্যাসের মহা সংকট এখন। তাই অধিকাংশ বাসায় দিনে গ্যাস সরবরাহ থাকে না। রাত জেগেই সবাই রান্না-বান্নায় এখন অভ্যস্ত।

২. অসংখ্য 'মফিজ' এখন ঢাকায়- যারা না চিনে না জেনে হঠাৎ ঢাকা শহরে হাজির হয়ে যায়। এসেই জীবিকার তাগিদে হয় রিক্সা চালায় না হয় কাজের সন্ধানে উদ্ভ্রান্তের মত রাস্তায় চলাফেরা করে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ দৌড়। রাস্তা পারাপার। এদেরকে সবাই 'মফিজ' বলে। কেন বলে তা জানতে পারিনি। এরাই নিয়ম না মেনে চলাফেরার কারণে যানজটে আরো জট বাঁধে।

৩. হঠাৎ করে এক শ্রেণীর লোকের হাতে পয়সা হয়েছে। এরা আগে সাইকেল চালাতো। তেমন পয়সা করতে পারেনি যে একটা ভালো গাড়ী কিনবে। লক্কড়-ঝক্কড় যা পাচ্ছে কিনছে। পয়সা দিয়ে রোড ফিটনেস ম্যানেজ করে ফেলেছে - রাস্তায় গাড়ী নামাতে তার অসুবিধা কোথায়? লোকে তো দেখলো সাহেবের একখান গাড়ী আছে।

৪. কেউ নিয়ম নীতি মানবে না অথচ সবাইকে সবচে' আগে যেতে হবে তা যে উপায়েই হোক। এবং সেটা সবার ক্ষেত্রেই - কি বাস কি ট্রাক কি কার কি রিক্সাআলা কি পথচারী কি গরু- ছাগল কি মন্ত্রী রথী-মহারথী প্রত্যেকেই চায় সে আগে যাবে অপরের কি হবে তা তার জানার বা বোঝার দরকার নেই।

যানজট কম বেশী সব দেশেই আছে- থাকবে। অনেকেই বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছেন এই মানুষ গুলো এই গাড়ীঘোড়া গুলো বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও ছিলো। তখন কিন্তু কোথাও কোন যানজট ছিলো না। দেশে সামরিক নিয়ন্ত্রণ থাকলে এমন কি যখন ঈদের সময় সেনা বাহিনীর কতিপয় সদস্যকে দায়িত্ব দেয়া হয় তখন কিন্তু আর যানজট থাকে না। দোষ কি যানের না জনের? দোষ কি জটের না জোটের?

দোষ যেখানেই হোক যারই হোক এর একটা বিহিত হতেই হবে নইলে রাস্তা গুলো পার্কিং লট হতে বেশী বাকি নেই কিন্ত!

পুনশ্চঃ ইচ্ছে ছিলো দেশে থাকতেই দেখে আসবো আমার দেশ - মামা-র দেশটা ঘাতকদের ফাঁসির মধ্যে দিয়ে কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। যাহোক, তার আগেই চলে এসেছি। কলঙ্কমুক্তিটা আংশিক হলেও মনে হচ্ছে সরলমনা মামাদের দেশটা নতুন উদ্দোমে চলার শক্তি এবং সাহস পেয়েছে। (মামাদের) এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি /সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

(লেখাটি ১৩ ফেব্রুয়ারী বাংলা মেলার স্মরণিকার জন্য লিখেছিলাম। স্মরণিকায় যদিও মূদ্রিত হয়েছে তথাপি বাংলামেলার কর্তাব্যক্তিদের অনুমতি না নিয়েই আমার কলামে ছেপে দিলাম। ওঁদের বলবেন না যেন!)